মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে কমিউনিটির ভূমিকা

জি এম সোহরাওয়ার্দী/পার্থ সারথী ঘোষ

শিক্ষা আমাদের অধিকার। আমাদের দেশে এই অধিকারকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আমাদের সংবিধানও দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ রাষ্ট্রকে দিয়েছে। অর্থাৎ জনগণের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রকে তার দায়িত্বের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে। তা না হলে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে। যথাযথভাবে পালন করবে না। সমস্যা হচ্ছে রাষ্ট্রের ঘুম ভাঙাবে যে জনগণ সেই জনগণের মধ্যেও এই বোধ বা ধারণার বড় অভাব, যে শিক্ষা হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি অধিকার। ফলে জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত এবং শিক্ষা হয়ে উঠেছে একটি বড় ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য, যেখানে অধিকার ও সমতার ভিত্তিতে নয়, বরং সুযোগের ভিত্তিতে এটি অর্জনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে।

মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা না গেলে গণমানুষের শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে মানসম্মত শিক্ষার বিষয়গুলো সক্রিয়ভাবে তুলে ধরে তাদের সচেতন করে তোলার কার্যকর উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই অভাববোধ থেকে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পিআরডিএস স্থানীয় কমিউনিটিভিত্তিক যুব সংগঠন যুব সমাজের আলোর মাধ্যমে ২০০৩ সাল থেকে জিগাতলা, হাজারীবাগ অঞ্চলে মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলনে কমিউনিটি বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিআরডিএস ও যুব সমাজের আলো আজকের মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে কমিউনিটির ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেছে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও এর প্রয়োজনীয়তা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাই শেষ কথা নয়, সেই শিক্ষা হতে হবে গুণগত বা মানসম্মত। মানসম্মতভাবে এটি অর্জন করা না গেলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। মানসম্মত শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীকে সময়মতো তার পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণসহ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং এ শিক্ষা ব্যবসায়ী শিক্ষার্থীরা মানসম্মত মৌলিক শিক্ষার সূচকগুলোর আলোকে শিক্ষাচক্র শেষে নির্ধারিত ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা যথাযথভাবে অর্জন করে। যে বিষয়গুলো থাকলে মানসম্মত শিক্ষা অর্জিত হচ্ছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি সেগুলো হলো : যে বয়স থেকে শিক্ষা অর্জন শুরু করার কথা ঠিক সেই বয়সেই শিক্ষা অর্জন শুরু করা, ঠিকমতো স্কুলে যেতে পারা, বই খাতা, কাগজ-কলম, পোশাক-পরিচ্ছদসহ যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ সঠিকভাবে পাওয়া, শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়া, সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারা এবং শিশুদের পড়ালেখার বাইরে বাড়তি কোন কাজ না করা।

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যের মধ্যেই এর প্রয়োজনীয়তা অন্তর্নিহিত রয়েছে। ব্যবহারিক সাক্ষরতা ও জীবনব্যাপী দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার কথা। একটি গুণগত বা মানসম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি এটি অর্জিত করা না যায় তাহলে অর্জিত জ্ঞান যেমন স্থিতিশীল হতে পারে না, তেমনি জীবনব্যাপী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ঘাটতি থেকে যায়।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সূচক

১. **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সূচক** : শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সূচকের মধ্যে রয়েছে– * সাক্ষরতা দক্ষতা * স্বনির্ভর পাঠ দক্ষতা * স্বনির্ভর ও সৃজনশীল লেখার দক্ষতা * পাঠাভ্যাস অর্জন * গাণিতিক সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা * বিজ্ঞান সচেতনতা ও সামাজিক দক্ষতা * চিত্রকলা, অঙ্কন, সঙ্গীত ও কার্যকর ললীতকলার সৃজনশীল প্রকাশ।

২. **মানসম্মত শিক্ষক সূচক** : মানসম্মত শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়ার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশক হচ্ছে– * শিক্ষকের সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা * প্রশিক্ষণ শিক্ষকের অর্জন * শিক্ষকের বয়স এবং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতা * নারী শিক্ষকের অগ্রাধিকার * নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা * বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান * যোগাযোগ দক্ষতা * শিশু ও শিক্ষকতা পেশার প্রতি মনোভাব।

৩. **শ্রেণী ব্যবস্থাপনা** : মানসম্মত শিক্ষায় শ্রেণী ব্যবস্থাপনা একটি মূল উপাদান এবং ফলপ্রসূ শ্রেণী ব্যবস্থাপনার নির্দেশক হচ্ছে– * দলগত শিক্ষা এবং সক্রিয় শিখন শেখানো পরিবেশ সৃষ্টি * শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাত * শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক * পাঠ পরিকল্পনা * সময়ের সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ ব্যবহার * একক ও ছোট দলে কাজ করা এবং করানো * প্রয়োজনভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের সহায়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার।

৪. **শিক্ষা উপকরণ** : শিক্ষা উপকরণ হবে– * আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য * জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত * বিষয়ভিত্তিক ক্রমমানভিত্তিক শব্দভাণ্ডার সংবলিত * মাঠ পর্যায়ে বহুল পরীক্ষিত।

৫. **অর্জিত যোগ্যতার পরিমাপ** : শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার পরিমাপের সূচক হবে– * পূর্ব নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা * বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা * ধারাবাহিক, পাক্ষিক, মাসিক এবং বার্ষিক পরিমাণ * প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার পরিমাপ।

৬. **শিক্ষাক্রম** : মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম হতে হবে– * শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও কর্মমুখী * সামাজিক ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন * জাতীয় প্রয়োজনভিত্তিক * জীবন দক্ষতামুখী * জ্ঞানের একাধিক শাখা সম্পর্কিত * সমন্বিত, সহশিক্ষা ক্রমিক ও আন্তঃশাস্ত্রীয় কর্মভিত্তিক।

৭. **শিক্ষক শিখন সামগ্রী** : মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষক সামগ্রীকে হতে হবে– * সুনির্দিষ্ট বয়সভিত্তিক * সঙ্গতিপূর্ণ * কৌতূহল উদ্দীপ্ত * আকর্ষণীয় * টেকসই * সুপ্রাপ্য * স্তর বা শ্রেণী বিন্যাস * বিচিত্র ধরনের * কমদামি ও ভর্তুকি প্রদত্ত * বারবার ব্যবহারযোগ্য।

৮. **ব্যবস্থাপনা** : মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দিক নানাভাবে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। এখানে শুধু চলমান বিদ্যালয় পর্যায়ে সূচকগুলো তুলে ধরা হলো– ভৌত সুবিধাদি সংরক্ষণ * পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ * শিক্ষা সামগ্রীসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ * কার্যকর তত্ত্বাবধান কৌশল অনুসরণ * পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন * শিক্ষক অভিভাবক সভায় ফলপ্রসূ মতবিনিময় * কার্যকর এসএমসি।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা: সঙ্কট

বাংলাদেশের শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলেই যে মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে, বাস্তবতা মোটেও তা নয়। কারণ বেশির ভাগ স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই। প্রায় প্রতি বছরই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সময়মতো পাঠ্যপুস্তক হাতে পায় না। যেসব শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হয় তাদের একটি বড় অংশ প্রাইমারি স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করতে পারে না। তার আগেই ঝড়ে পড়ে। এ বিষয়গুলো মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

বর্তমানে আমাদের দেশে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা প্রবর্তনে বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান। সেগুলো হলো– * জনগণের দারিদ্র্য * বহুমুখী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা * শিক্ষকের স্বল্পতা * কার্যকর শিক্ষানীতির অভাব * শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি : আমলাতান্ত্রিক জটিলতা * বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বল্প বেতন কাঠামো * শিক্ষকদের কার্যক্রম, প্রশিক্ষণের অভাব * কার্যকর শিক্ষা উপকরণের অভাব * শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংযোগ সময়ের স্বল্পতা * শিক্ষাক্রমের দুর্বলতা * শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি * শিক্ষকদের বিভিন্ন বেসরকারি কাজে নিয়োজিত করা * শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব * জনগণের অংশীদারিত্বের অভাব * রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা * বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদির অভাব * বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের দুর্বলতা * প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থায়নের স্বল্পতা।

প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ করার মাধ্যমেই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এ কাজে প্রয়োজন জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপ। শিক্ষা অধিকারের ভিত্তিতেই জনসাধারণ এ কাজে এগিয়ে আসতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়া লেখা ও শিক্ষকদের কার্যক্রম তদারক করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ওপর চাপ তৈরি করা, শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন ভাতা, অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যেতে পারে।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে যা করা যেতে পারে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হলে তৃণমূল বা স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। কেন্দ্র বা ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে এটার সুফল পাওয়া সম্ভব হবে না। যে কাজগুলো এখানে করার প্রয়োজন এবং করার সুযোগও রয়েছে সেগুলো হলো : * শিক্ষার সমস্যা স্থানীয় জনগণ ও নেতৃবৃন্দকে সচেতন যেমন কোনো শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সময়মতো নতুন বই পাচ্ছে না। তাহলে এলাকার জনগণ ওয়ার্ড কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করে পুরনো বই জোগাড় করে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে পারেন। বই সংগ্রহের জন্য অবশ্যই স্কুলের শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করতে হবে। * স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় রাখা। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত সভা এবং স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাদের সদ্য সক্রিয় রাখার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। * স্থানীয় পর্যায়ের জবাবদিহিতা ও নমনীয়তার ব্যাপারে সচেতন সৃষ্টি। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ডগুলো ঠিকমতো পরিচালনা করছে কি না এবং তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করা যেতে পারে। প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। * সঠিক সহশিক্ষা উপকরণ প্রবর্তন। ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করতে তাদের জন্য সঠিক সহশিক্ষা উপকরণ দিতে হবে। * অধিকার বোধ নিয়ে প্রচারণা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়াসহ শিক্ষার অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত প্রচারণা চালাতে হবে। এ জন্য স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। * শিক্ষার্থীদের মতপ্রকাশ। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের একটি প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যা ও প্রয়োজনগুলো যেন তুলে ধরতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অধিকতর অংশগ্রহণমূলক হবে এবং স্কুল কমিটির জবাবদিহিতাও সম্পন্ন হবে।

মানসম্মত শিক্ষা অধিকার আন্দোলনে কমিউনিটি

মানসম্মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় কমিউনিটিভিত্তিক যুব সংগঠন যুব সমাজের আলো ২০০৩ সালের মধ্যভাগ থেকে কাজ করে আসছে নিজস্ব সীমিত সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব। তাদের এ কর্মকাণ্ড গতিশীল ও পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য ২০০৬ সালের শুরু থেকে পিআরডিএস আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। পিআরডিএস ও যুব সমাজের আলোর যৌথ প্রয়াসে এ কর্মকাণ্ডে কমিউনিটির অন্যান্য অংশও সম্পৃক্ত হচ্ছে। পিআরডিএসের কারিগরি সহায়তায় যুব সমাজের আলো ইতোমধ্যে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কমিউনিটি স্কোরিংয়ের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে প্রাথমিক বিদ্যায়গুলোর কমিউনিটি স্কোরিংয়ের কার্যক্রম হতে নিয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার মান সম্পর্কে সচেতন করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা এবং এই সব প্রতিবন্ধকতা অপসারণে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা এবং দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল করা। তথ্যপঞ্জি : * শিক্ষা অধিকার সহায়িতা, ডিসেম্বর ২০০৫, একশন এইড বাংলাদেশ।

* পরিশিষ্ট-খ কমিউনিটি স্কোরিংয়ের জন্য প্রাথমিক সংলাপ, মুনেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

তারিখ ... 12 AUG 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...